বাধাকপির মাথা থেকো লেদা পোকা

উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

পোকা পরিচিতি:

বাধাকপির মাথা থেকো লেদা পোকা একটি ক্ষতিকর পোকা। এ পোকার আক্রমণে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ পোকার কীড়ার মাথা লাল এবং হালকা থেকে হলুদাভ সবুজ বর্ণের। শরীরের পিঠের দিকে লম্বালম্বি সমান্তরাল তিনটি ডোরা দাগ থাকে। শরীরের উভয় পাশে দুটি লম্বালম্বি দাগ থাকে । কিছু কিছু কীড়ার দেহের উভয় পাশে কালো ফোঁটা ফোঁটা দাগ থাকে যা ত্রিভুজাকারে সজ্জিত থাকে। পূর্ণ বর্ধিত কীড়া বা লার্ভা ২ সেমি: পর্যন্ত লম্বা হয়। পিউপা মাটিতে থাকে। এ পোকার ডিমগুলো গাদা করে ছাদের টাইলসের মত একটির উপর একটি সাজানো থাকে।

ক্ষতির লক্ষণ:

এক সাথে অনেকগুলো কীড়া বাধাকপির বর্ধণশীল অংশ খেয়ে ফেলে। কীড়া পাতা কুড়ে কুড়ে খেতে খেতে জালের মত করে ফেলে। ফলে বাধাকপির মাথা নষ্ট হয় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়। এছাড়া এরা পাতার মধ্যশিরাও খেয়ে ফেলে ফলে মধ্যশিরা দূর্বল হয়ে যায় এবং পাতা ভেঙ্গে পড়ে যায়। এই পোকা কঁচি গাছে আক্রমণ করলে কীড়া চারাগাছের মূল কান্ড ছিদ্র করে ফলে গাছ ঢলে পড়ে ও মারা যায়।

ছবি: কীড়া, পোকা ও আক্রান্ত গাছ।

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা:

১। আলোক ফাঁদের সাহায্যে পোকার উপস্থিতি সনাক্ত করুন। আক্রান্ত ফসল থেকে হাত দ্বারা কীড়া ও ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।

২। কপি ক্ষেতের আশেপাশে কপি জাতীয় আগাছা ধ্বংশ করা যাতে প্রথমবংশ জন্মলাভ না করতে পারে।

৩। জমিতে বন্ধু পোকার বংশবৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা। যেমন: টেকিনিড মাছি, ইকনিউমনিড বোলতার তিনটি প্রজাতি এবং ব্রাকনিড বোলতা এই পোকাকে পরজীবিতার মাধ্যমে ধ্বংস করে।

৪। *Bacillus thuringiensis (ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস)* ব্যকটেরিয়া আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগের মাধ্যমে সফলভাবে পোকা দমন করা যায়।

৫। উদ্ভিদজাত কীটনাশক যেমন নিমবিসিডিন প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪০ মিলিলিটার হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করে এদের দমন করা যায়।

৬। প্রয়োজন হলে ফেনিট্রোথিওন বা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক সঠিক নিয়মে স্প্রে করতে হবে। তবে বালাইনাশক স্প্রে করার দশ দিন পরে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

আরো তথ্যেরজন্য:

পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং,ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫। E-mail: dppw@dae.gov.bd

বিস্তারিত জানার জন্য আপনার নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি অফিসার অথবা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন